

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : সাম্প্রতিক পদক্ষেপ

সম্প্রতি টিএসসি এলাকাকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র টিএসসিকে দলীয়মুঠ করে, কক্ষ বরাদ্দ দেয়া জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে নিয়োজিত সংগঠনকে এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, সাংস্কৃতিক বিকাশের এ কেন্দ্রস্থল যেন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডবিহীন কেন্দ্রে পরিণত না হয়।

সন্ধ্যার পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এটা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরও দাবি।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা থাকে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যে দুর্ভোগের শিকার হবে না, তার গ্যারান্টি কি? এ জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে গমন করার ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করা যেতে পারে। বেশিরভাগ বাইরের লোকই ক্যাম্পাসে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রয়োজনীয় বাতির স্বল্পতা রয়েছে। রাতের বেলায় ক্যাম্পাসে চলাচলের ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা চাঁদাবাজদের কবলে পড়ছে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? বাণিজ্য অনুষদ কর্তৃক এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগ্রাম চালু হয়েছে। নিছক ব্যবসার মানসে ক্যাম্পাসে এ ধরনের সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক? তাহলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্থক্যটা কোথায় রইল। 'এক্সিকিউটিভ এমবিএ' প্রোগ্রামটি ক্যাম্পাসের বাইরে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে করা উচিত নয় কি?

মোহাম্মদ সফিউল আযম সফিক
জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়